Paper Cuttings

Anandabazar Patrika-Kolkata, Tuesday 1st September 2009

বিড়ি বেঁধে কোনও ক্রমে টিকে আছেন রতনমালা

রানা সেনগুপ্ত ● মাদরা (বর্ধমান)

আর্সেনিকে পরিবারে মৃত ৭, আক্রান্ত ২

পরিবারের ৯ জনের শরীরে ছিল একই ধরনের উপসর্গ। হাতের চেটো, পায়ের তলায় বড় বড় গুটি। সারা গায়ে কালোজিরের মতো ছিটে। কোথাও কোথাও তা আবার শক্ত হয়ে গিয়েছে। আক্রান্তেরা সবাই জানেন যে, তাঁরা আর্সেনিক দূষণের শিকার। কিন্তু পরিণতি যে এতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, সাত জন পর পর মারা যাওয়ার পরেই তা বুঝেছেন বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার মাদরা গ্রামের রতনমালাদেবী।

ভরা সংসারে এখন টিকে মাত্র দু'জন। রতনমালাদেবী এবং ছোট ছেলে আনন্দ। আর্সেনিক দূষণ তাঁদের কাজ করার ক্ষমতা কেড়েছে। তবু, সরকারি স্তরে এই পরিবারটির জীবিত সদস্যদের আজ পর্যন্ত কোনও সাহায্য দেওয়া হয়নি। সাহায্য মেলেনি তৃণমূলের দখলে থাকা দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও। কারণ, ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণই যে ওই পরিবারটির সদস্যদের একে একে ছিনিয়ে নিয়েছে তা স্বীকারই করতে চান না সরকারি আধিকারিকেরা। শেষ পর্যন্ত এলাকায় নির্মীয়মান জল প্রকল্পে যাতে আনন্দবাবুর একটা চাকরি হয়, তার জন্য পঞ্চায়েত প্রধানকে চিঠি লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্সেনিক বিশেষজ্ঞ দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

রতনমালাদেবীর স্বামী গোপালচন্দ্র রায় বাড়ির উঠোনে নলকূপ বসিয়েছিলেন। সে অনেক দিন আগের কথা। সেই নলকূপের জল তাঁদের জীবন দেওয়ার পরিবর্তে যে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে তা বুঝতেই পারেননি গৃহকর্তা। পরিবারের সবার গায়ে যখন কালো কালো ছিটে আর গুটি দেখা দেয়, সবাই ভেবেছিলেন চর্মরোগ। চর্মরোগের চিকিৎসাই চলে বেশ কিছুদিন। স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ কে সি সাহা এর পরে শনাক্ত করেন আসল রোগ। পরিবারের সবাই মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার।

মৃত্যুর মিছিল শুরু হয় '৮৬ সালে। মৃত্যু হয় গোপালবাবুর ১২ বছরের মেয়ে লক্ষ্মী রায়ের। এর পর একে একে আর্সেনিকের বলি হয়েছে গোপালবাবুর ৬ বছরের মেয়ে পারুল, ছেলে হীরন (৮)। মারা যান স্বয়ং গোপালবাবু (৬৫) ও তাঁর এক মেয়ে নিরুপমা ভৌমিক (৩৬)। আর্সেনিক-আক্রান্ত হওয়ার 'দোষে' নবদ্বীপের শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি। মাদরাতেই বিয়ে হয়েছিল গোপালবাবুর আরও

আর্সেনিক আক্রান্ত রতনমালা।-নিজস্ব চিত্র

এক মেয়ে কিরণ দাস (৩০)-এর। ২০০৮-এ মারা যান তিনি। রেহাই পাননি গোপালবাবুর এক জামাই মাদরার বাসিন্দা অজয় ভৌমিকও।

কিন্তু, এত জনের মৃত্যু সত্ত্বেও সরকার বা পঞ্চায়েত কেউই এই পরিবারের শেষ দুই জীবিত সদস্যের পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ আনন্দ রায়ের। ফলে আর্সেনিক আক্রান্ত রতনমালাদেবীকে বিড়ি বেঁধেই পেট চালাতে হয় আজও। আনন্দবাবুকে করতে হয় খেত মজুরি। আনন্দবাবুর অভিযোগ, বছর দুই আগে সিপিএমের কালনা জোনাল কমিটির অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। ওই পরিবারটির ঠিক কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল উদ্দেশ্য। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁকে এবং তাঁর জামাইবাবু, নিরুপমাদেবীর স্বামী, অজয় ভৌমিককে বসিয়ে রাখা হয়। কোনও সাহায্য তো মেলেইনি বরং তাঁদের মেরে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ আনন্দবাবুর।

এলাকার রায়দোগাছিয়ায় তৈরি হচ্ছে আর্সেনিকমুক্ত একটি জল প্রকল্প। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ওই প্রকল্পের জন্য খরচ করছে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। প্রকল্পটি থেকে আর্সেনিকমুক্ত জল পাবেন হাজার পরিবার। প্রকল্পে কাজকর্ম দেখভালের জন্য দরকার ৩ কর্মী। আনন্দবাবুকে সেখানে বহাল করার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্সেনিক বিশেষজ্ঞ চিঠি লিখেছেন দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রণবকান্তি রায়চৌধুরীকে। আনন্দবাবু কি চাকরি পাবেন? প্রধান প্রণববাবু পরিষ্কারই বলেছেন, "এলাকার কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী ওই ৩টি পদের দাবিদার। ওঁদেরই সামলানো মুশকিল। তা ছাড়া এর আগে তো সোনাকুড় ও মাদরায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রকল্প হয়েছে। তাতে তো আনন্দকে চাকরি দেওয়া যেত। আমার পক্ষে ও ব্যাপারে কথা বলা অস্বস্তিকর।"

আর্সেনিকে শেষ হয়ে যাওয়া ওই পরিবারটি সরকার থেকে কোনও সাহায্য না-পাওয়ায় বারবার সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু স্থানীয় দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তত ১০ বছর ধরে তৃণমূলের দখলে। তা সত্ত্বেও আনন্দর পাশে দাঁড়াবে না পঞ্চায়েত? নাকাশিপাড়ার বিধায়ক তৃণমূলের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ বলেছেন, "আনন্দ চাকরি না-পেলে আমি আমাদের পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেই আন্দোলনে নামব।"

আর্সেনিক প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের স্তুতি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিণঘাটা: নয়াচর প্রকল্পে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার পরে এ বার আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের শিলান্যাস করতে এসে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের প্রশংসা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

বুধবার নদিয়ার হরিণঘাটা থানার বড়জাগুলি মোড়ের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা রাজ্যের আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চেয়েছিলাম। দিল্লি সেই টাকা দিয়েছে। সেই টাকায় কাজ হচ্ছে।" মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শান্তাশীলা নায়ারকে দেখিয়ে তিনি বলেন, "মন্ত্রকের সচিব আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের জন্য যত টাকা চাইব তা দেবেন। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ।" কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিবও বুদ্ধবাবুর পাল্টা প্রশংসা করে বলেন, "আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের কাজ রাজ্যে ভালই হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।"

মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "ইতিমধ্যেই ৩০০ কোটি টাকা ওই প্রকল্পে বরাদ্দ করেছে।" তিনি আরও বলেন, "রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ আর্সেনিক কবলিত গ্রামে পরিশ্রুত পানীয় জল পাঠাতে পেরেছি। আরও ৪০ শতাংশ গ্রামে তা পাঠাতে হবে। প্রায় ৩০০০ গ্রামে পরিশ্রুত পানীয় জল পাঠানোর জন্য প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা দরকার। কেন্দ্র সেই টাকা দেবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।"

ওই প্রকল্প থেকে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি বলেন, "আমরা আগামী দু' বছরের মধ্যে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেব।" এই জল প্রকল্পের জন্য প্রায় ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। হুগলি নদীর পাড়ে চর কাঁচরাপাড়া ও বলাগড়িচরে জল তোলার ব্যবস্থা করা হবে। কল্যাণী ও পলাশগাছায় সেই জল শোধন করে তা সরবরাহ করা হবে। দু'বছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন গৌতমবাবু।

Anandabazar Patrika- Thrusday, 26th February, 2009

আর্সেনিকের করাল গ্রাস

আমি নদিয়া জেলার করিমপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। করিমপুর ১ নং ও ২ নং ব্লক ভীষণ ভাবে আর্সেনিকের প্রভাবযুক্ত। এবং এই আর্সেনিক-দূষণ স্থানীয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্ত ঘটনা জেনেও উদাসীন রয়েছেন। সরকারি ভাবে বার বার আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। সরকার তথা তার কর্মচারীদের এ রূপ ঔদাসীন্যে আমরা, হাজার হাজার সাধারণ গ্রামবাসী জেনেশুনে এই বিষজল পান করছি এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যার বাস্তব প্রতিক্রিয়ায় বহু 'জীবন' আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এবং সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হল, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই সমস্ত আর্সেনিক-আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থ করার কোনও রকম ব্যবস্থাই নেই।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার ও তার প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে এই অনুরোধও রাখছি যে, আপনারা আপনাদের কর্মপদ্ধতির গতি এতটাই মন্থর করবেন না, যাতে অনেক অসহায়ের জীবনের গতি থেমে যায়।

সৌগত অধিকারী।

Anandabazar Patrika- Kolkata, Thursday, 15th May, 2008